আলমডাঙ্গায় খাদিমপুর ইউপি চেয়ারম্যানের যোগদান ঘিরে সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দার লোটাসের যোগদানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, পূর্বে বরখাস্ত হওয়া চেয়ারম্যান মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দার লোটাস হাইকোর্টের আদেশ ও জেলা প্রশাসকের নির্দেশনার পর পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণের জন্য পরিষদে আসেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা তার পুনঃযোগদানের বিরোধিতা করে পরিষদে প্রবেশে বাধা দেন।

এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হয়, যা পরে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষে রূপ নেয়। এক পর্যায়ে চেয়ারম্যান লোটাসের সমর্থনে কয়েকশ গ্রামবাসী লাঠিসোটা নিয়ে ঘটনাস্থলে জড়ো হলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি ও মারধরের ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিএনপির নেতাকর্মীরা আলমডাঙ্গার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিল চলাকালে উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিকা ও নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিপুলের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এতে তারা গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

আদালতের নির্দেশে আলমডাঙ্গার চার ইউপি চেয়ারম্যান স্বপদে পুনর্বহাল

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার চারটি ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল করে নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের স্বপদে পুনর্বহাল করা হয়েছে। হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়।

গত ২২ এপ্রিল জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহারের স্বাক্ষরিত এক পরিপত্রে বিষয়টি জানানো হয়। পুনর্বহাল হওয়া চেয়ারম্যানরা হলেন চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের হাসানুজ্জামান সরোয়ার, খাদেমপুর ইউনিয়ন পরিষদের মোজাহিদুর রহমান জোয়াদ্দার, ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের তরিকুল ইসলাম এবং খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের তাফসির আহম্মেদ মল্লিক লাল।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, সংশ্লিষ্ট রিটের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বে জারি করা প্রশাসক নিয়োগের প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হয়েছে।

এর আগে চেয়ারম্যানদের অনুপস্থিতির কারণে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সচল রাখতে ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এক আদেশে চারটি ইউনিয়নে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং আইসিটি কর্মকর্তাকে যথাক্রমে ডাউকি, খাদেমপুর, চিৎলা ও খাসকররা ইউনিয়নে পূর্ণ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা দিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

পরে এ আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ চেয়ারম্যানরা হাইকোর্ট বিভাগে পৃথক রিট পিটিশন দায়ের করেন। শুনানি শেষে ২০২৬ সালের ১২ মার্চ আদালত ওই আদেশের কার্যকারিতা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেন এবং চেয়ারম্যানদের স্বপদে বহাল রেখে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেন।

পুনর্বহালের পর চেয়ারম্যানরা বলেন, আদালতের নির্দেশনার প্রতি সম্মান জানিয়ে তারা দায়িত্ব পালন করবেন এবং জনগণের সেবা নিশ্চিত

করতে সচেষ্ট থাকবেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আক্তার বলেন, আদালতের নির্দেশনা এবং বিভাগীয় কমিশনারের তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চেয়ারম্যানদের পুনর্বহালের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কালীগঞ্জে বিএনপির কার্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের মামলা: ইউপি চেয়ারম্যানসহ আটক ৬

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিএনপি’র প্রার্থী রাশেদ খানের কার্যালয়ে নির্বাচন উত্তর পর্যালোচনা সভায় দু’পক্ষের সংঘর্ষের সময়ে পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ৮ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

গতকাল শনিবার কালীগঞ্জ থানার এস আই জাহিদ হোসেন বাদী হয়ে এ মামলাটি দায়ের করেন। এ ঘটনায় শনিবার বিকেলে ৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃতরা হলো- মহারাজ পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম, মতি মিয়া, মনিরুল ইসলাম, নুর আঙ্গির মন্ডল, পলাশ মন্ডল ও ওলাদ হোসেন। আটককৃতরা সবাই সদর উপজেলার খামারইল ও বিষয়খালী এলাকার বাসিন্দা।

মামলার বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচনী কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে রাশেদ খানের কার্যালয়ে বিএনপির দু’পক্ষের মধ্যে সংঘষ ও মারধরের ঘটনা ঘটে। এ সময় তারা দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের ওপরও হামলা চালায়। এতে কালীগঞ্জ থানার ৩ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়। এ ঘটনার মামলায় অভিযুক্তদের আটকে পুলিশ শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টায় বিষয়খালী বাজারে অভিযান চালিয়ে ৬ জনকে আটক করে।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার্স ইনচাজ (ওসি) জেল্লাল হোসেন জানান, পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় একটি মামলায় ৬ জনকে আটক করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতদের ঝিনাইদহ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ইউপি চেয়ারম্যানকে গুলি করে হত্যা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে নঈম উদ্দিন ওরফে সেন্টু নামের এক ইউপি চেয়ারম্যানকে নিজ পরিষদে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনার পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ওই এলাকায়।

আজ সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টার দিকে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদে (ইউপি) এই ঘটনা ঘটে।

নিহত ইউপি চেয়ারম্যান নঈম উদ্দিন ওরফে সেন্টু দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ছিলেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো সকালে ইউনিয়ন পরিষদের কর্যালয়ের নিজ কক্ষে বসে কাজ করছিলেন চেয়ারম্যান নঈম উদ্দিন। বেলা পৌনে ১২টার দিকে চেয়ারের পেছনে থাকা জানালা দিয়ে দুর্বৃত্তরা তাকে কয়েক রাউন্ড গুলি করে। গুলির শব্দে স্থানীয়রা ছুটে গেলে তাদেরকেও লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুর্বৃত্তরা। এরপর স্থানীয়রা চেয়ারম্যানের কক্ষে তালা মেরে রাখে। এ ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে চেয়ারম্যানের লোকজন ইউনিয়ন পরিষদে আসলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশকে ঘটনাস্থলে যেতে বেগ পেতে হয়।

এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, এলাকায় এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং তা নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। তবে এখনো মরদেহটি উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। পড়ে আছে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়েই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি জানিয়েছেন, বিএনপির রাজনীতি করলেও রাজনীতিতে তিনি নিস্ক্রিয় ছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে হাত মিলিয়ে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করেছেন। বিভিন্ন স্বার্থ

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে তার স্বাক্ষাৎ ছিল।

দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা বলেন, চেয়ারম্যান নঈম উদ্দিন সেন্টু এক সময় উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ বলেন, চেয়ারম্যান নিজ কক্ষের চেয়ারেই বসে ছিলেন। তাকে পেছন থেকে জানালা দিয়ে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ওই এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।

কুষ্টিয়াতে খোকসা ইউপি চেয়ারম্যানের উপর দুর্বৃত্তদের হামলা

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় হামলা চালিয়ে জানিপুর ইউপি চেয়ারম্যান মজিবর রহমানকে কুপিয়ে জখমের পাশাপাশি হাত-পা ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আজ বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে জানিপুর ইউনিয়নের শেখপাড়া বিহারীয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহত মজিবর রহমান জানিপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) বর্তমান চেয়ারম্যান। তাকে গুরুতর অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত চেয়ারম্যানের ভাই শহিদুল ইসলাম জানান, ২০১২ সাল থেকেই ভাইয়ের সাথে প্রতিপক্ষ শামীম গ্রুপের রাজনীতিসহ বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। এরই জের ধরে সকালে ভাই খামারে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হলে রাস্তায় মোটরসাইকেল থামাতে বলে শামীম। এ সময়

শামীমের নেতৃত্বে তার লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভাইয়ের ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা তার মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে চলে যায়। তার চিৎকারে স্থানীয়রা এসে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এক হাত, এক পা ভেঙে দেয়া হয়েছে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আননুর যায়েদ হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে ইউপি চেয়ারম্যান অপসারণ প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার ১ নম্বর কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম রেজার অপসারণ প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলন করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপির একাংশ।

আজ শনিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ১ টার দিকে জেলা বিএনপি’র বড় বাজার অফিসে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেননের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গত ১৮ তারিখে কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম রেজার অপসারণের দাবীতে ইউনিয়নের সংক্ষুব্ধ জনগন চেয়ারম্যান সেলিমের রুমে তালাবদ্ধ করে।

মেহেরপুরের উপজেলা ও জেলা প্রশাসনকে বিষয়টি অবগত করা হলেও মেহেরপুর জেলা বিএনপির একটি পক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দীর্ঘদিন সময় ক্ষেপন করেও যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি।

এমতাবস্থায় কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শহিদুল আলম, জেলা

বিএনপির মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক রায়হানুল কবির, জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলি ভূট্টো, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি শামীম ও সাধারণ সম্পাদক গ্যাস বাবুসহ আওয়ামী লীগের অবৈধ চেয়ারম্যানের রুমের তালা ভেঙ্গে চেয়ারম্যান সেলিমকে তার কর্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ করে দেয় এবং বিএনপি’র আওয়ামী পন্থী দালাল নেতারা মিস্টি বিতরন করে।

তিনি আরো বলেন, আমরা জেলা বিএনপি’র নেতাকর্মী যারা ১/১১ পরবর্তী বিএনপি’র সংস্কারপন্থী দালালদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে আসছি তারাই এখানে উপস্থিত আছি। গত ১৫ বছর আওয়ামী অত্যাচারে দেশের বিএনপি সহ সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা জীবন বাজি রেখে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে আসছি। গত ৫ই আগষ্ট ছাত্র জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে হাসিনার পতন হয়েছে। কিন্তু মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র বেশ কিছু দালাল নেতারা আওয়ামী লীগ কে রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। তারই ফলস্বরুপ এই ঘটনা কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে স্বপদে বসিয়ে দেয়।

আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এই ঘটনায় জড়িতদের বিএনপি থেকে বহিস্কার এর জোরদাবী জানাচ্ছি।

এসময় জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম লাল, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব ও জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানিসহ জেলার বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় মাখালডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত মাখালডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহাকে চাঁদাবাজি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা শহরের বেলগাছি রেলগেট এলাকা থেকে প্রথমে স্থানীয়রা আটক করে বিশ্বজিৎ সাহাকে। পরে স্থানীয় বিএনপি ও সাধারণ লোকজনের সহায়তাই তাকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়।চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (অপারেশন) হোসেন আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় একটি সুত্রে জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার দিকে বেলগাছি রেলগেট এলাকায় ইউপি চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহাকে সাধারণ জনগণ পিটুনি দেন। পরে জনগণই পুলিশকে খবর দিয়ে বিশ্বজিৎ সাহাকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করেন। পুলিশ বিশ্বজিৎ সাহাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে থানায় নেই। দুপুরেই চাঁদাবাজি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে প্রেরণ করে পুলিশ।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত মাখালডাঙ্গা ইউপি নির্বাচনে আফজাল হোসেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অংশ নেন। ওই সময় বিশ্বজিৎ সাহা ও আরশাদ আলী চন্দনসহ আরও ৪-৫ জন আফজালের দোকানে এসে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। পরে আফজালকে তুলে নিয়ে গিয়ে নগদ ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন। এ সময় ৫০ হাজার টাকা দিলেও তারা পরবর্তী দুই দিনের মধ্যে ৭০ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করে নেয়। এ সময় আফজাল হোসেনকে মারধরও করা হয়।

এই ঘটনায় গত ২৭ আগস্ট আফজাল হোসেন বাদি হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় বিশ্বজিৎ সাহা সহ ছয়জনের নামে একটি চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার আসামী বিশ্বজিৎকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (অপারেশন) হোসেন আলী বলেন, স্থানীয়রা হালকায় মারধর করেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে বিশ্বজিৎ সাহাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছে। দুপুরেই চাঁদাবাজি মামলায় ইউপি চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করে বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম রেজার পদত্যাগের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ সেলিম রেজা পদত্যাগের দাবিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির একাংশ অবস্থান কর্মসূচি করে।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১২ টার সময় কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে অবৈধ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সেলিম রেজার পদত্যাগের দাবীতে এ অবস্থান কর্মসূচির পালন করা হয়।

অবস্থা কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু ও যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ।

অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, অবৈধ ভোটে নির্বাচিত হওয়া চেয়ারম্যান সেলিম রেজা সাধারণ মানুষদের হয়রানি করেছে। আমরা জেলা প্রশাসককের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই ইউনিয়ন পরিষদকে দ্রুত প্রশাসনের আওতায় আনার জন্য।

এছাড়াও এসময় জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলাল, বিএনপি নেতা ফরিদুল হক, রেজাউল, খাইরুল, জেলা যুবদলের সহসভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি নাহিদ মাহবুব সানিসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদার ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিনের পদত্যাগের দাবীতে

মানববন্ধন

দামুড়হুদার নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ ইয়ামিন আলীর পদত্যাগের দাবিতে ইউনিয়নের সর্বস্তরের ছাত্র-জনগণ মানববন্ধন করেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে দামুড়হুদার নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে শত শত মানুষ মানববন্ধন করেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দীর্ঘ ১৫বছর এই অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকার দেশের মানুষের কন্ঠরোধ করে অন্যায় ভাবে ক্ষমতা আকড়ে ছিলো। এই অবৈধ সরকারের অবৈধ পন্থায় নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী ভোট চুরি করে চেয়ারম্যানের চেয়ার দখল করে আছে। এই পরিষদের সেবা নিতে আসা জনগণ প্রতিনিয়ত হয়রানির স্বীকার হয়েছেন। ক্ষমতার প্রভাব দেখিয়ে সে সাধারণ জনগনের উপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন। এখন আর তার মতো অবৈধ ভোট চোর চেয়ারম্যান কে চেয়ারে বসতে দিতে চান না ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণ। তার পদত্যাগের দাবীতে ফুষে উঠেছে ইউনিয়ন বাসী।

বক্তারা আরও বলেন, এই ইয়ামিন চেয়ারম্যান অবৈধ সরকারের অবৈধ ক্ষমতার প্রভাবে প্রতিনিয়ত ইউনিয়ন বাসীর উপর অন্যায় ও নির্যাতন করে আসছে। তার নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন সাধারণ মানুষ। সে দীর্ঘদিন যাবত আদম ব্যবসা করে নিরিহ মানুষের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে বনে গেছেন কোটি টাকার মালিক। তার অবৈধ ক্ষমতায় দাফটে কেউ মুখ খুলে প্রতিবাদ করতেও সাহস করেনি। কেউ তার বিভিন্ন অপকর্মের প্রতিবাদ করতে গেলে পুলিশ ও তার নিজেস্ব ক্যাডার বাহিনী দিয়ে নির্যাতন করার ও ঘটনা আছে রহরহ। অবিলম্বে তার পদত্যাগের দাবী তুলেছে স্থানীয় ছাত্র-জনগণ।

মুজিবনগরে ইউপি চেয়ারম্যানকে বিতাড়িত করে পরিষদ কার্যালয়ে

তালা

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের দুই বারের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজকে বিতাড়িত করেছে এলাকাবাসী,ও তার মেয়াদের নির্যাতিত কয়েকজন মেম্বার।

আজ রবিবার সকালে, সরজমিনে গিয়ে জানা যায় গত ৫ই আগস্ট পরবর্তী সময়ের পর মোনাখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমানের দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর, আজ রবিবার, সকালে চেয়ারম্যান তার অফিস কার্যালয়ে আসেন। পরে অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের লোকজন, সহ ৮ নং ৯ নং ৭ নং ৬ নং ১ নং ওয়ার্ডের মেম্বাররা ইউনিয়ন চত্বরে জড়ো হয়ে চেয়ারম্যান মফিজুর রহমানকে বিতাড়িত করে, পরিষদ কার্যালয়ে তালা মেরে দেয়।

এ বিষয়ে এলাকাবাসীর কাছে ঘটনার বিষয় জানতে চাইলে এলাকাবাসী বলেন চেয়ারম্যান মফিজ, সাবেক মন্ত্রীর ক্ষমতা ব্যবহার করে ইউনিয়ন পরিষদকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, স্বজন প্রীতি ও মাদক সেবনের নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়ে রেখেছিল তাই আমরা তাকে বিতাড়িত করেছি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার সিরাজুল ইসলাম বলেন আমি গত দুইবার জনগণের ভোটে মেম্বার হয়ে জনগণের কোন উপকার করতে পারেনি। কারণ হিসেবে তিনি বলেন আমি বিএনপি করার কারণে ওই চেয়ারম্যান আমাকে কোন কাজ বা উন্নয়নমূলক কোনো কাজে অংশগ্রহণ করতে দেয়নি এবং পরিষদে আসতেও বাধাগ্রস্থ করেছে, তাই আমি এলাকাবাসীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছি।

৯ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার পালু বলেন চেয়ারম্যান মাদক সেবনকারী, তাই আমার গ্রামের মাদক সেবীদের সাথে আতাত করে আমাকে কোণঠাসা করে রেখেছে, তাই আমিও এলাকাবাসীর পক্ষে।

১ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, চেয়ারম্যান আমার বন্ধু এটা আমি বলি, কিন্তু ওই মফিজ আমাকে তো কোন ধরনের কাজ দেয়নি ও পরন্ত তার মাদক সেবী বাহিনী দিয়ে আমার উপরে হামলা করে ও মারাত্মক আহত করে। আমি কোন বিচার পাইনি, অবিলম্বে তার অপসারণ চাই।

এ বিষয়ে চেয়ারম্যান মফিজুরের আস্থাভাজন ৭ নং ওয়ার্ডের মেম্বার ডালিম বলেন আমি তেমন কিছু জানি না, বোর্ডে গিয়ে দেখি অনেক

লোকজন চেয়ারম্যান কে পরবর্তী নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত পরিষদে আসতে নিষেধ করে এবং পরিষদ চত্বরে তালা মেরে দেয়।

ঘটনার সত্যতা জানতে চেয়ারম্যান মফিজুর রহমানের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে কোন বক্তব্য দিবেন না।

এছাড়াও মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন আমি এ বিষয়ে অবগত নয় এবং আমাকে কেউ জানায়নি, তবে আমি জানতে পারলে অবশ্যই আপনাদের বিস্তারিত জানাবো।